দৈনিক ইত্তেফাক ৩০

তারিখ 6 MAY 1987
পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

দৈনিক ইত্তেফাক

শনিবার, ১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৯৪

সকলের জন্য চাই শিক্ষার অধিকার

সরকারের শিক্ষানীতি ও গৃহীত ব্যবস্থাদির ফলে দেশে উচ্চ শিক্ষার পথই যে আজ প্রায় বন্ধ হইতে বসিয়াছে যতো অপ্রিয়ই মনে হউক তাহা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। জানা গিয়াছে, যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও কম করিয়াই ২২ হাজার ছাত্র-ছাত্রী কেবল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েই ভর্তি হইতে পারিবেন না। গত বছর এই সংখ্যা ছিলো ১৫ হাজার। এ বছর ৩,২২৬টি আসনের জন্য প্রায় ২৬ হাজার আবেদনপত্র জমা পড়িয়াছে। বেশি কথায় না গিয়া সোজাসুজি বলিতে হয়, তাহা হইলে এই বাকি হাজার বাইশেক ছাত্র-ছাত্রীর ভাগ্যে কি ঘটিবে? যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও যে সমাজ ও যে শাসন ব্যবস্থা তাহাদের উচ্চ শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করিতে ব্যর্থ হয় সেই সমাজ ও সেই শাসন ব্যবস্থার অক্ষমতা ও ব্যর্থতা কি ইহার পরও অস্বীকার করার উপায় থাকে?

এই অবস্থা যে কেবল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ এমন নয়। কৃষি ইঞ্জিনিয়ারিংসহ দেশের অন্য সব বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল কলেজ, কলেজ এমনকি রাজধানীসহ বড়ো বড়ো শহরের স্কুলগুলিতেও ছাত্র ভর্তি সমস্যা আজ এমনি প্রকট যে, যাহাদের মামা-চাচার জোর নাই তাহাদের শিক্ষা অর্জনের আশা এক রকম গোড়াতেই পরিত্যাগ করিতে হইতেছে। আমরা যতোদূর জানি বিভিন্ন কারিগরি কলেজ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতেও একই রকম আসন সমস্যা বিদ্যমান। সেই সঙ্গে এই ধরনের কারিগরি শিক্ষায়তনগুলিতে আরো নানা ধরনের সমস্যা ও জটিলতারও অভাব নাই। দশ কোটি মানুষের দেশে মাত্র ছয়টি বিশ্ববিদ্যালয়। শিক্ষা বিস্তারের গালভরা অনেক কথাবার্তা বলা হইলেও এতো বছরে দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়ে নাই। বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা লইয়া বাহাস অনেক হইয়াছে, পানিও ঘোলা করা কিছু কম হয় নাই, কিন্তু বাস্তবে উচ্চ শিক্ষার পথ সুগম করার যে বিশেষ কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয় নাই প্রতি বছর এই ভয়াবহ ভর্তি সমস্যাই তাহার প্রমাণ। দীর্ঘদিন ধরিয়া বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে শিফট চালু করার যে দাবি উঠিয়া আসিতেছে তাহারও কোনো বাস্তবায়নের ব্যবস্থা করা হয় নাই।

এদিকে প্রতি বছর এভাবে বিপুলসংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইয়া উচ্চ শিক্ষার দ্বারপ্রান্ত হইতে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হইতেছে। বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া মনে করি। এভাবে দেশের মেধা ও তারুণ্যের অপচয় দেশ ও সমাজের জন্য বন্ধ্যাত্বের পরিণতিকেই যে ডাকিয়া আনিবে এই সঙ্গে সে কথাটিও আমরা সংশ্লিষ্ট কর্তাব্যক্তিদের স্মরণ করাইয়া না দিয়া পারি না।

মনে রাখিতে হইবে, শিক্ষাঙ্গনে ভর্তি হইতে না পারিয়া যাহারা ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হইবে তাহাদের সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের স্বপ্নকে এভাবে বিনষ্ট করার অপরাধ যেকোনো সামাজিক অপরাধ হইতে কম গুরুতর নয়। কর্তাব্যক্তিরা কথায় কথায় শিক্ষা ব্যবস্থা ও শিক্ষা ক্ষেত্রে বিরাজমান অস্থিরতা ও বিশৃংখলা লইয়া নীতি-উপদেশ বর্ষণ করেন। কিন্তু তাঁহারা কি একবারো শিক্ষাক্ষেত্রে এই ভর্তি সমস্যার ভয়াবহ রূপটি উপলব্ধি করার চেষ্টা করিয়াছেন? তরুণদের মধ্যে আজ যে অস্থিরতা ও হতাশার অভিযোগ করা হয় তাহার বীজও কি এভাবেই রোপণ করা হইতেছে না? পরীক্ষায় ভালো ফল করিয়াও যে মেধাবী তরুণ বিশ্ববিদ্যালয়ের দরোজা হইতে ফিরিয়া যাইতেছে তাহার এই দুর্ভাগ্যের জন্য সে কি এই অথর্ব সমাজকেই দায়ী করিবে না?